বাক্যতত্ত্ব বলতে কী বোঝো?

ভাষা বিজ্ঞানের যে শাখায় বাক্যস্থিত শব্দগুলির বিন্যাস,জোটবদ্ধ হওয়ার রীতি এবং সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে তাকে বাক্যতত্ত্ব বলে। অর্থাৎ বাক্যতত্ত্ব বাক্যের পদের সঙ্গে পদের সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের সৌজন্যে জোটবদ্ধ হয়ে একাধিক পদ কিভাবে বাক্য তৈরি করে সেই প্রক্রিয়ার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করে।

2. বাক্য কাকে বলে?

ভাষার কতগুলি নির্বাচিত উপাদান বা শব্দ বাক্যবিধি অনুযায়ী পাশাপাশি বসে যখন একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে বা বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে, তবে সেই পদসমষ্টিকে বাক্য বলে।

১. সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য এবং একটিমাত্র বিধেয় থাকে বা একটি উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে সরল বাক্য বলে।

যেমন- ছাত্রীরা বই পড়ে।

• একটি উদ্দেশ্যের মধ্যে একাধিক কর্তা থাকলেও তা সরল বাক্য রূপে গণ্য হয়।

যেমন- আমি সাইকেলে আর ভাই রিক্সা চড়ে স্কুলে যাই।

• সরল বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে।

যেমন- ছেলেরা ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে,ডাল ভেঙে তছনছ করত।বাক্যটিতে ছিঁড়ে,পেড়ে, ভেঙে প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও সমাপিকা ক্রিয়া একটিই তাই এটি সরল বাক্য ।

৩. যৌগিক বাক্য: যে বাক্যে একাধিক সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক দিয়ে যুক্ত থাকে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

উদাহরণ- আমি নিয়মিত স্কুলে যাই এবং মন দিয়ে পড়াশোনা করি। বাক্যটিতে "আমি নিয়মিত স্কুলে যাই" আর "মন দিয়ে পড়াশোনা করি" এই দুটি স্বাধীন সরলবাক্য "এবং" সংযোজক দিয়ে যুক্ত হয়েছে। ফলে এটি একটি যৌগিক বাক্য হয়ে উঠেছে।

উদাহরণ- "আমি নিয়মিত স্কুলে যাই এবং যে সব বিষয়ের পড়া থাকে তা মন দিয়ে পড়ি"। বাক্যটিতে একটি সরল বাক্য এবং একটি জটিল বাক্য সংযোজক দিয়ে যুক্ত হয়েছে- এটি ও যৌগিক বাক্য।

যতিচিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি কাল
কমা বা পাদচ্ছেদ	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়।
দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ	।	এক সেকেন্ড।
প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	ঐ
বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন	!	ঐ
কোলন	:	ঐ
ড্যাশ	—	ঐ
কোলন ড্যাশ	:-	ঐ
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই।

যতিচিহ্ন, **বিরামচিহ্ন** বা **ছেদচিহ্ন** হল সেইসব সাংকেতিক চিহ্ন যেগুলো লেখ্যমাধ্যমে ব্যবহার করে বাক্যের বিভিন্ন ভাব, যেমন: জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, সমাপ্তি ইত্যাদি সার্থকভাবে প্রকাশের মাধ্যমে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট করা হয়।[১] বাংলা ভাষায় ২০টির মতো যতিচিহ্ন রয়েছে। এদের মধ্যে বাক্যশেষে ব্যবহার্য যতিচিহ্ন ৪টি; বাক্যের ভিতরে ব্যবহার্য ১০টি এবং বাক্যের আগে পরে ব্যবহার্য ৬টি।[১]

যতি বা ছেদ চিহ্নের ব্যবহার

কমা বা পাদচ্ছেদ (,)

- বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থ-বিভাগ দেখানোর জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন— সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।
- পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমন— সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।
- সম্বোধনের পর কমা বসবে। যেমন— রশিদ, এদিকে এসো।
- বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য কমা বসে। যেমন: তুমি যাবে, না যাবে না? সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।
- জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খন্ডবাক্যের পর কমা বসে। যেমন: কাল যে লোকটি এসেছিল,সে আমার পূর্বপরিচিত।
- উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসবে। যেমন: সাহেব বললেন, “ছুটি পাবেন না।”
- মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসবে। যেমন— ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।
- বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পর কমা বসে। যেমন: ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১০০০।

প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)[সম্পাদনা]

বাক্যে কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে।

বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন (!)

- হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে এ চিহ্নটি বসে।
- সম্বোধন পদের পর বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহৃত হতো; কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন স্থলে কমা বসে।

কোলন (:)

একটি অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে কোলন ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে উদাহরণ বোঝাতেও কোলন বহুল ব্যবহৃত।[১]

ড্যাশ (—)

যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাস বসে। এ ছাড়াও এক বাক্যের সঙ্গে অন্য বাক্যের সংমিশ্রণে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কোলন ড্যাশ (:-)

উদাহরণ বোঝাতে আগে কোলন ড্যাস ব্যবহৃত হত। বর্তমানে উদাহরণ বোঝাতে শুধু কোলন বহুল ব্যবহৃত।